একই বাড়িতে থাকলেও রাজনীতি আলাদা তবু কখনো তিক্ততা আসেনি : প্রদীপ ভট্টাচার্য

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : ৫৯ বি পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িটির পরিচিতি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। ওই বাড়ির নীচেরতলায় ২ কামরার ফ্ল্যাটে যেখানে বাস ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সেই বাড়িরই দোতলায় থাকেন কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। অন্য রাজনৈতিক দল মানেই ২ পক্ষের মধ্যে বিতর্ক, তরজা দেখতেই অভ্যস্ত বাংলার মানুষ। তবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের চলে যাওয়ায় শুধুই সৌজন্যের স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সেসময় রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য। শাসক ও বিরোধী দলে ২জন থাকলেও তাঁদের মধ্যে কখনোই সৌজন্যের অভাব হয়নি বলেই স্মৃতিচারণ করেন প্রদীপ ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সকালে পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর প্রদীপ ভট্টাচার্যের একটা কথাই বার বার মনে হয়েছে রাজনৈতিক বিরোধ থাকলেও, বরাবর ২জনই সৌজন্যের সম্পর্ক রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে সামাজিক

বন্ধুত্বও ছিল। আএগর সেই স্মৃতি হাতড়ে প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'একই সরকারি বাড়ির ওপর-নীচে থাকতাম। উনি তখন মুখ্যমন্ত্রী। আমি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। ওই সময় আমি বাংলা বন্‌ধের ডাকও দিয়েছি। তবে কখনো আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক তিক্ততা তৈরি হয়নি। সবসময় একটা সৌজন্য ছিল। আমি কখনোই তা ভাঙতে দিইনি, উনিও ভাঙেননি। আজ নতুন প্রজন্মের রাজনীতিতে সেই সৌজন্যতা আর নেই।' এদিন তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতার চলে যাওয়ায় বিষাদ ঝরে পড়ে প্রদীপ ভট্টাচার্যের গলায়। তিনি সুখবরকে বলেন, 'বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে বড়ো শূন্যতা তৈরি হল।' কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যায় বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার। পরে কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ বলেন, 'কোভিডের সময় যখন ফিরে এলেন, তখন ভেবেছিলাম আরো অনেকদিন থাকবেন। আজ বন্ধুকে হারালাম। সময় হয়েছিল কিছু করার নেই।'

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে যাদবপুর থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হেরে যাওয়ার পর থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর অংশ নেওয়া অনেক কমে গিয়েছিল। এরপর তাঁর অসুস্থতা অনেকটাই দলের কাজ করা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ২০১২ সাল পর্যন্ত সরকারি গাড়ি করে আলিমুদ্দিনে দলের কাজ করতে প্রায় প্রতিদিনই তিনি আসতেন। যতদিন গড়িয়েছে ততই রাজ্য থেকে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে বামফ্রন্ট। তবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জনপ্রিয়তা কোনোদিনও কমেনি। দলীয় কর্মী, সমর্থক তো বটেই আমজনতার কাছেও তিনি একই গুরুত্ব পেয়ে এসেছেন। আর সেকারণেই হয়তো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর লেখা বই কলকাতা বইমেলায় 'বেস্ট সেলার'য়ের তকমা পায়। আজো সোশাল মিডিয়ায় বামপন্থীদের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিয়ে তাঁদের আবেগের কথা লিখতে দেখা যায়। রাজ্যে যখনই কোনো অনাচার, অনিয়ম হয়েছে, তখনই বামপন্থীরা তাঁর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'বুদ্ধবাবুর আমলে তো এমনটা হত না'। আজ যখন গোটা দেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আবহ, বাংলার বুকেও যখন সাম্প্রদায়িক অকল্পনীয় হানাহানির ঘটনা চোখে পড়েছে, তখনও সেই তাঁকেই আদর্শ করে বামপন্থীরা বলেন, 'এমন ১জন মুখ্যমন্ত্রী দরকার যিনি বলতে পারেন, দাঙা করতে এলে মেরে মাথা ভেঙে দেব।'

বর্ধমানে সিগারেট ব্যবসায়ী খুন

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : বর্ধমান শহরের লস্করদিঘি পশ্চিমপাড় এলাকার এক ভাড়া বাড়ি থেকে এক সিগারেট ব্যবসায়ী শেখ সাজ্জাদ ওরফে দোলনের (৪৮) মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তাঁর বাড়ি মঙ্গলকোটের বক্সিনগরে। গত ৬ মাস ধরে তিনি ব্যবসায়িক কারণে লস্করদিঘি পশ্চিমপাড় এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাই থাকতেন। জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ির মালিকের ছেলে বারান্দার আলো জ্বলছে না দেখে সাজ্জাদ মণ্ডলকে ডাকাডাকি করে কোনোরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢোকেন। আলো জ্বালিয়ে দেখেন অর্ধনগ্ন অবস্থায় বিছানার ওপরে ওই ব্যবসায়ী পড়ে আছেন। তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। সন্দেহ হওয়ায় তিনি এলাকার লোকদের ডাকাডাকি করেন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বর্ধমান থানার পুলিশ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে পাঠায়। সাজ্জাদ মণ্ডল সিগারেটের পাইকারি ব্যবসা করতেন। সেই সূত্রে তাঁর ঘরে অনেকেরই আসা-যাওয়া ছিল। বুধবার দুপুরের পর থেকে তাঁকে আর দেখা যায়নি। মৃতের পরিবারের দাবি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। কী কারণে খুন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কর্মসংবাদ পোর্টালের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হবে : মলয় ঘটক

সুমনকুমার দাস, খড়্গপুর : কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নানা শিল্প সংস্থায় স্বচ্ছ নিয়োগ সুনিশ্চিত করতে শ্রম দফতর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় 'কর্মসংবাদ পোর্টাল' চালু করেছে। বৃহস্পতিবার খড়্গপুর গ্রামীণের রূপনারায়ণপুর টাটা হিতাচি কারখানার অপারেটিং ট্রেনিং সেন্টারে পোর্টালের উদ্বোধন করেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। ছিলেন রাজ্য বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদেরি ও অন্যরা। এদিন মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'নানা সময় সরকারি ও বেসরকারি শিল্প সংস্থায় অদক্ষ বা ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর দুর্নীতি হচ্ছে এমন অভিযোগ আসে। শিল্প সংস্থায় বা ঠিকাদারকে লোক নিয়োগ করতে চাপ দেওয়া হয়। এসব বেনিয়ম বন্ধ করতে এই পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় বেকার যুবরা স্বচ্ছভাবে নিয়োগ পাবেন। নিয়োগ নিয়ে কোনো অভিযোগ থাকবে না।' ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই ব্যবস্থা চালু হওয়ায় মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষই

উপকৃত হবেন। নিয়োগ করার জন্য শিল্প সংস্থার মালিকদের ওপরে কেউ চাপ দিতে পারবে না। তাঁরা নিজেদের সুবিধা মতো লোক নিয়োগ করতে পারবেন। চাকরির লোভ দেখিয়ে কেউ টাকা চাইতে পারবেন না। বেনিয়ম বন্ধ হবে। স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হবে।' শ্রম দফতর সূত্রে জানা গেছে, জেলার সরকারি ও বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলোয় অপেশাদার ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে পোর্টালে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। বিজ্ঞাপন দেখে সেখানে কর্মপ্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এরপর শ্রম দফতর প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করবে। প্রতি চাকরি পিছু ১০ জন কর্মপ্রার্থীর নামের তালিকা সংশ্লিষ্ট শিল্পসংস্থায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে আবেদনকারী প্রার্থীদেরও ওই সব শিল্প সংস্থায় নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য খবর পাঠানো হবে। পরীক্ষা শেষে ওইদিনই সংস্থার তরফে সফল প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হবে।

ভাটপাড়ায় জল যন্ত্রণা শিগগিরই মিটবে : বিধায়ক

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের পাশের ভাটপাড়া পুর এলাকায় জমা জলের সমস্যা মেটাতে বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শন করেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। সম্প্রতি জমা জলের সমস্যায় ভুগছে ভাটপাড়া পুর এলাকার বেশ কিছু ওয়ার্ড। অল্প বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে ভাটপাড়া জগদ্দলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। অভিযোগ, বারাকপুর- কল্যাণী এক্সপ্রেস ওয়ের কাজ যখন থেকে শুরু হয়েছে তারপর থেকেই বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে এক্সপ্রেসওয়ের লাগোয়া ভাটপাড়া ও জগদ্দলের বিভিন্ন অঞ্চল। বিশেষ করে ভাটপাড়া পুরসভার ৩২,৩২,৩৩ নং ওয়ার্ড ও মণ্ডলপাড়া এলাকা পুরোপুরি জলমগ্ন হয়ে গেছে। অভিযোগ, এক্সপ্রেসওয়ের কাজ করার ফলে রাস্তা পাশের পুর এলাকার থেকে উঁচু হয়ে গেছে। তাই এক্সপ্রেসওয়ের ধারে যে নর্দমা করা হয়েছে সেই নর্দমায় গিয়ে জল পড়ছে না। ফলে জল জমে যাচ্ছে ভাটপাড়া ও জগদ্দলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এর জেরে সমস্যায় পড়ছেন এলাকার লোকরা। দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকার জন্য ক্ষোভ জমছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। সেই জমা জল কীভাবে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এলেন ভাটপাড়া পুরসভার কর্তৃপক্ষ, কেএমডিএর আধিকারিকরা আর জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। এদিন বিধায়ক বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেন আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল নিকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য কেএমডিএর আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এদিন তিনি এই সমস্যা চটপট মেটানোর আশ্বাস দেন। এদিন বিধায়ক বলেন, 'কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সম্প্রসারণের কাজ হওয়ায় রাস্তা উঁচু হয়ে গেছে আর ভাটপাড়া পুর এলাকা ও পঞ্চায়েত এলাকা নীচু হয়ে গেছে। তাই জল জমে থাকছে। এই সমস্যা মেটাতে আমি পিডব্লুডি ও হাইরোড অথরিটির আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ করেছিলাম। তাই আজ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছেন। আপাতত পাম্প বসিয়ে জল বের করার ব্যবস্থা করা হবে। তবে আমরা বলেছি, হাইওয়ে অথরিটি যে নর্দমা বানিয়েছে তাতে কোন কাজ হচ্ছে না। তাই আমরা নতুন করে আলাদা নর্দমা তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছি। আশা করছি এই সমস্যা চটপট মিটবে।'

রেলগেট বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান হাওড়া কর্ড শাখার মশাগ্রাম ও নবগ্রাম স্টেশনের মাঝখানে বর্ধমানের জামালপুরের মুসুণ্ড এলাকায় নবগ্রাম ও মুসুণ্ডর সংযোগকারী রেলগেট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। বৃহস্পতিবার এই রেলগেট পাকাপাকিভাবে বন্ধ করতে রেলের কর্মীরা এলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন মুসুণ্ড গ্রামের লোক। স্থানীয়দের অভিযোগ, আঝাপুর পঞ্চায়েতের অধীন মুসুণ্ড গ্রামে ৩০০'র বেশি পরিবার বাস করে। গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের রেল গেট পেরিয়ে পড়ালেখা করতে যেতে হয়, চাষিদের চাষ করতে ও ফসল তুলতে রেলগেট পেরিয়েই যেতে হয়। এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্যাঙ্ক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত অফিসিয়াল কাজ করতে রেল গেট পেরিয়ে যেতে হয়। এবার সেই রেলগেট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। এর ফলে তাঁরা সমস্যায় পড়বেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এই রেলগেট বন্ধ হলে এলাকার লোককে স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক বা হাসপাতাল যেতে হবে প্রায় সাড়ে ৩-৪ কিলোমিটার ঘুরপথে। বৃহস্পতিবার এই রেলগেট বন্ধ করার প্রতিবাদে শামিল হন সাধারণ মানুষ, চাষি ও স্কুল পড়ুয়ারা। বিক্ষোভের জেরে কাজ না করেই ফিরতে হয় রেলকর্মীদের।

ম্যাগনেটিক সেন্সর প্রযুক্তি ব্যবহারে রেল দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব : ছোটন ঘোষ

অগ্নি বন্দ্যোপাধ্যায়, অণ্ডাল : সাম্প্রতিক সময়ে রেলে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। রেলের সুরক্ষা নিয়ে উঠেছে প্রশ্নও। এই পরিস্থিতিতে দুর্গাপুরের যুবক ছোটন ঘোষের দাবি, ম্যাগনেটিক সেন্সর প্রযুক্তির মাধ্যমে ১০০% রেল দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। প্রমাণ হিসাবে তিনি তৈরি করে ফেলেছেন ১টি মডেল। দুর্গাপুরের দুবচুরুড়িয়া এলাকার বাসিন্দা ছোটন পেশায় ফুলের ডেকোরেশন ব্যবসায়ী। পরিবারে রয়েছে মা-বাবা ও দাদা। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করা ছোটন শখের বিজ্ঞানী। নানা ধরনের যন্ত্র ও মডেল তৈরি করা তাঁর নেশা। একসঙ্গে ১০জন সওয়ারি নিয়ে ২ চাকার ইলেকট্রিক বাইক, চন্দ্রযান (থ্রি), বিস্কুট দিয়ে রাম মন্দিরের মডেল তৈরি করে এরমধ্যে হইচই ফেলে দিয়েছেন ছোটন। সম্প্রতি তিনি তৈরি করেছেন রেল দুর্ঘটনা এড়াতে ম্যাগনাইটিক সুরক্ষা

পদ্ধতির মডেল। তাঁর দাবি, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে রেল দুর্ঘটনা এড়ানো পুরোপুরি সম্ভব। এই প্রযুক্তির ব্যাপারে ছোটন বলেন, 'ম্যাগনেটিক সেন্সর লাগানো থাকলে একই লাইনের ওপর ২টি ট্রেন চলে এলে তা ট্র্যাক করা যায়। রেল চালকের কাছে সেই বার্তা পৌঁছোনো মাত্রই ইঞ্জিনের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে অটো ব্রেক হয়ে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় একই লাইনের ওপর থাকা ২টি ট্রেনের মধ্যে ১টি লাইন থেকে না সরে যাওয়া পর্যন্ত অন্য ট্রেনের ইঞ্জিন চালু হয় না। সুরক্ষার জন্য ট্রেনে নানা ধরনের সেন্সর ব্যবহার করা হয়। তবে সেন্সরের ওপর জল, কাদা, ধুলো, বালির পলেপ পড়লে তখন সেন্সর কাজ করে না, ফলে এড়ানো যায় না দুর্ঘটনা। তাই ম্যাগনেটিক সেন্সর এতটাই শক্তিশালী যে সব পরিস্থিতিতেই এই সেন্সর সক্রিয় থাকে।'

জাতীয় তাঁত পুরস্কার পেলেন খয়েরদ্দিন শেখ

পল্লব ঘোষ, কালনা : জাতীয় তাঁত দিবসে জাতীয় তাঁত পুরস্কার পেলেন পূর্বস্থলীর লক্ষ্মীপুর এলাকার বাসিন্দা খয়েরউদ্দিন শেখ। প্রায় ১ লাখ টাকার কটন জামদানি শাড়ি তৈরি করে দেশের বস্ত্রমন্ত্রককে পাঠিয়ে আবেদন জানান। বুধবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এই পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। এছাড়াও তাঁকে শংসাপত্র, মেমেন্টো ও ২ লাখ টাকার আর্থিক পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে।

জৈন বাণিজ্য উদ্যোগ লিমিটেড

CIN : L51909WB1984PLC038212
৯৮ ক্রিস্টোফার রোড, ফ্ল্যাট-১, বি-৫, বৃন্দাবন গার্ডেন, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬
৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(০০০ টাকায়)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২০২৪	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩১.০৩.২০২৪	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২০২৩	সমাপ্ত বছর ৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কাজের থেকে মোট আয় (প্রকৃত)	৩৭৯৫৯.৮৮	(৮৫২৯.৪১)	৬৭৫০.১৩	৫৬৭৪৯.৮৪
এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (করের, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার আগে)	৩৬৪১০.৭৭	(১২১১৬.৩৩)	৫৫৬১.৬৭	৪৯৭০০.২৪
করের আগে এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর)	৩৬৪১০.৭৭	(১২১১৬.৩৩)	৫৫৬১.৬৭	৪৯৭০০.২৪
করের পর এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর)	৩৩০৭১.৯৭	(২১২২৪.০৭)	৪১৯৪.৫৩	৩৫৮৮৭.৭৯
এই পর্বের জন্য মোট বিস্তৃত আয় (এই পর্ব থেকে বিস্তৃত আয় / (ক্ষতি) (করের পর) ও অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পর)	৩৩০৭১.৯৭	(২১২২৪.০৭)	৪১৯৪.৫৩	৩৫৮৮৭.৭৯
ইক্যুটি শেয়ার মূলধন (প্রারম্ভিক মূল্য ১০/- টাকা করে)	৩২৪৯০.০০	৩২৪৯০.০০	৩২৪৯০.০০	৩২৪৯০.০০
মজুত (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	৫৪৩৮২.০৮
শেয়ার প্রতি আয় (প্রত্যেকটি ১০/- টাকা করে) (চালু ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যকলাপের জন্য) (বার্ষিকভাবে নয়)				
মূল	১০.১৮	(৬.৫৩)	১.২৯	১১.০৫
লঘুকৃত	১০.১৮	(৬.৫৩)	১.২৯	১১.০৫

দ্রষ্টব্য :
(১) সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৩৩নং ধারা অনুযায়ী ওপরের বিবরণীটি কোম্পানীর বিস্তারিত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাবে দেখানো হল। কোম্পানীর বিস্তারিত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে ও কোম্পানীর ওয়েবসাইটে - www.jainvanijya.com
(২) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলটি অডিট কমিটি দ্বারা রিভিউ করা হয়েছে এবং ০৮.০৮.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় অনুমোদন করা হয়েছে এবং রেকর্ড করা হয়েছে।

জৈন বাণিজ্য উদ্যোগ লিমিটেড এর পক্ষে
স্বাঃ/-
অঙ্কিতা মোহনসরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 09083595

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০৮.২০২৪

হিমাদ্রি ক্রেডিট অ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড

(CIN NO : L65921WB1994PLC062875)
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, অষ্টম তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেল : hcfl@himadri.com, ওয়েবসাইট : www.himadricredit.in, ফোন : (০৩৩) ২২৩০ ৪৩৬৩ / ৯৯৫৩
৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত বছর
		৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয়	৬৬.৮০	৫৭.৬০	৬০.৫৭	২৩৪.৭৩
২.	এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর)	৬০.৩২	৫০.৪৪	৫৪.৯২	২০৬.২৩
৩.	করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার আগে)	(৭১.৭২)	৩৪.৫৯	৪৯.৭৬	১৫৯.৭৯
৪.	করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর)	(৭১.৭২)	৩৪.৫৯	৪৯.৭৬	১৫৯.৭৯
৫.	এই পর্বের / বছরের মোট বিস্তৃত আয় (করের পর প্রকৃত লাভ ও অন্যান্য বিস্তৃত আয় ধরে)	১০৪১.৮৪	(৫২.০১)	৭৩৩.২৩	৩০১০.৪৭
৬.	আদায়প্রদত্ত ইক্যুটি শেয়ার মূলধন	৩০০.০২	৩০০.০২	৩০০.০২	৩০০.০২
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি				৮১৪৬.৩৭
৮.	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ব্যতিক্রমী দফার আগে ও পরে) (প্রত্যেকটি ১০ টাকা) (বার্ষিকভাবে নয়) মূল ও লঘুকৃত (টাকায়)	(২.৩৯)	১.১৫	১.৬৬	৫.৩৩

দ্রষ্টব্য :
১। উপরোক্ত বিবৃত ত্রৈমাসিকের ও বছরের আর্থিক ফলাফলটি নিরীক্ষক কমিটি দ্বারা পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে ও কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টর দ্বারা ৮ আগষ্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৩০.০৬.২০২৪-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ফলাফলটি সংবিধিবদ্ধ অডিটরের মাধ্যমে সীমিতভাবে পর্যালোচিত হয়েছে।
২। কোম্পানিটি প্রাথমিকভাবে একটি নন-ব্যাঙ্কিং অর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে একটি মাত্র ব্যবসার সাথে যুক্ত তাই আইএনডি এএস-১০৮ 'অপারেটিং সেগমেন্ট' অনুযায়ী কোম্পানীটির পৃথকভিত্তিক বিবরণের প্রয়োজন নেই।
৩। ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের অর্থাঙ্ক ও আগের আর্থিক বছরের অর্থাঙ্ক, বর্তমান পূর্ণ আর্থিক বছরের হিসাবে এবং আগের বছরের অর্থাঙ্কের হিসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সীমিত পুনর্মূল্যান করা হবে।
৪। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫এর ৩৩নং ধারা অনুযায়ী ওপরের বিবরণীটি, কোম্পানীর বিস্তারিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাবে দেখানো হল ও স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত করা হল। বিস্তারিত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে : www.cse-india.com ও কোম্পানীর ওয়েবসাইটে www.himadricredit.in।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরের পক্ষে ও সমর্থনে
স্বাঃ
অনুরাগ চৌধুরি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00173934)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০৮.২০২৪

বাঁক অফ বড়ৌদা Bank of Baroda

আরওএসএআরবি জিকেওএল
ডিএন-১৪, বিষ্ণু টাওয়ার, সেক্টর-V, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১
ই-মেল আইডি : sargko@bankofbaroda.com

বৈদ্যুতিন নিলামে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

সংযোজনী-এ
স্থাবর সম্পত্তি গুলি বিক্রির বিজ্ঞপ্তি;"পরিশিষ্ট-IV A [রুল ৬(২) ও ৮(৬)-এর শর্ত অনুযায়ী]

সিকিওরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৬(২) ও ৮(৬) নং রুলের শর্ত অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তিগুলির বৈদ্যুতিন নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহণকারী (দের), বন্ধকদার (দের) ও জামিনদার (দের) উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সিকিওরড ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/মূল্যায়িত রাখা নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যেটি সিকিওরড ক্রেডিটর ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক অধিগ্রহণ করে নিয়েছে সেটি "যেখানে যেমন সেখানে তেমন" ও "যেটা যেমন সেটা তেমন" ও "সেটি যেমনই হোক"-এই ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত অর্থ পরিশোধ পেতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহণকারী / বন্ধকদার / জামিনদার / রা / বন্ধক রাখা সম্পত্তি /গুলি/বকেয়া / সংরক্ষিত মূল্য / বৈদ্যুতিন নিলামের দিন ও সময়, ইএমডি ও বিড ইনক্রিস মূল্য নিচে বর্ণনা করা হল :

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহণকারী / দের / জামিনদারদের / বন্ধকদার (দের) নাম ও ঠিকানা	দায় সমেত (যদি কিছু থাকে) স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বর্ণনা	মোট বকেয়া	বৈদ্যুতিন নিলামের দিন ও সময়	সংরক্ষিত মূল্য / ইমডি মূল্য / বিড ইনক্রিস মূল্য	অধিগ্রহণের ধরণ (সিম্বলিক / ফিজিক্যাল)	সম্পত্তি পরিদর্শনের দিন ও সময়
১	সৌম্য কুমার ঘোষ ২বি/৪, করুণাময়ী সেচ ভবন সেক্টর হাউসিং এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯১	কমবেশি ৮৩০ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এলাকা বিশিষ্ট, দ্বিতীয় তলে উত্তর পূর্ব দিকে একটি স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট ২/২ সহ সম্পত্তির সমস্ত অংশ যেটি মৌজা : সুলতানপুর, জেএল নং - ১০, তৌজি ১৭৩, সিএস দাগ নং - ৩১৪, আরএস দাগ নং - ১০১৫, সিএস খতিয়াননং - ৫৭৫, আরএস নং- ১৪৮, হোল্ডিং নং- ১৯৪৭, কালিবাড়ি রোড, দমদম পুরসভার ৮নং ওয়ার্ডের আওতায় থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনাতে নিবন্ধীকৃত।	২১৯৮৬৯২.১০ টাকা + অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	১১.০৯.২০২৪ সময়: দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা	২৫,১০,০০০/- / ২,৫১,০০০/- / ১০,০০০/-	ফিজিক্যাল	নিলামের আগে যেকোনো কার্য দিবসে (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টের মধ্যে) (অগ্রিম অ্যাপোয়েন্টমেন্ট সহ)

সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৮(৬) বা ৯(১) রুলের আওতায় বিজ্ঞপ্তি। নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এতদ্বারা ঋণগ্রহণকারী / জামিনদারদরে উপরে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক সুদ, কষ্ট, চার্জ এবং ব্যাঙ্কের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ সহ মিটিয়ে দিতে আহ্বান করছে অন্যথায় সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(৭)-এর নিয